গাংনীতে শিক্ষক সমাজের সংবাদ সম্মেলনে নানা অভিযোগ

গাংনীতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাছির উদ্দীনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে শিক্ষক সমাজের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে শিক্ষক সমাজের আয়োজনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে এক শ্রেনীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন শিক্ষক সেলিম রেজা। এসময় শিক্ষক নেতা আক্তারুজ্জামান, সেলিম আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, নাহারুল ইসলাম, রাশেদুল ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, রজব আলী, আজমাইন হোসেন, ইব্রাহিম খলিল, আফ্ফান আলী, আব্দুল হাকিম, জালাল উদ্দিন, হাসান আলীসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ -১৫ ইং সালে প্রাক প্রাথমিক সজ্জিতকরণ বাবদ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করে ওই শিক্ষক মহল ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন।

২০১৭ সালে নব্য জাতীয়করণ প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করার নামে সকল শিক্ষকের নিকট থেকে ১ হাজার টাকা করে মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা আদায় করেছে ওই মহলটি। অথচ, ওই টাকা দিয়ে কোন মামলা না করে পকেটস্থ করেছেন তারা। সেই টাকা কোনো শিক্ষককে ফেরত দেয়নি। ২০১৮-১৯ সালে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ক্রয়ে করেন ওই মহলটি। তারা সিন্ডিকেড গড়ে তুলে হাতিয়ে নেন প্রায় ৮ লাখ টাকা। তারা প্রতি মাসিক মিটিং এ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা বাবদ জনপ্রতি ২ শ’ টাকা করে উত্তোলন করেন। উত্তোলিত সেই অর্থ রোগীদের না দিয়ে তারা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিগত সরকারের সময় শেখ মুজিবেব বই কেনার নামে হাজার টাকা উত্তোলন হাতিয়ে নিয়েছে ঐ চক্রটি।
লিখিত বক্তব্যে তারা আরও বলেন, বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকারের সময় বিগত দিনের অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করে নিয়মের মধ্যে আনতে চাওয়ায় ওই মহলটি শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তৈরী

করেছেন।

তারা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অনিয়ম দুর্নীতির নাটক সাজাচ্ছেন। ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সাংবাদিকদের মিথ্যা তথ্য দিয়েছে।

তারা অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে স্কুলে হাজিরা দেয়নি অনেক শিক্ষক। এখনও তারা ঠিকমত স্কুলে যায়না,এমনকি ক্লাসও করে না।

তারা বলেন, গাংনী উপজেলার মুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) নুরুল আমিন এবং বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাসুদ পারভেজ স্কুলে প্রায় অনুপস্থিত থাকেন। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা অফিসার কারন দর্শানো নোটিশ দিলে তারা শিক্ষা অফিসারকে নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। এসব শিক্ষক মানসিক রোগী বলেও আখ্যায়িত করেছেন তারা। এই চক্রের সাথে জড়িতদের নামও উল্লেখ করেন। তারা হলেন, শিক্ষক মাঝহারুল ইসলাম, দানেচুর রহমান, মুক্তি, পারভেজ সাজ্জাদ রাজা, নুরুজ্জামান, তারিকুজ্জামান, আমানুল্লাহ, মাহবুবসহ আরও অনেকে। দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষা অফিসারদের রাজনৈতিকভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে নানা অপকর্ম ও নামে বেনামে টাকা উত্তোলন করে ভাগ বাটোয়ারা করেছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

বর্তমানে তাদের কথামত কাজ না করায় শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের দিয়ে হেনস্তা করছে এবং বিভিন্ন দপ্তরে শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করছে। বিগত সময়ে দায়িত্বরত শিক্ষা অফিসার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ফারুক হোসেন, আকবর আলী, মো. সামসুজ্জামান, আতাউর রহমান, আলঅউদ্দীন এবং বর্তমান শিক্ষা অফিসার নাছিরউদ্দীনকেও বলির পাঠা বানিয়ে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে আরও জানান, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) নুরুল আমিন বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত সহ নানা অনিয়ম তুলে স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে ২৪/০৯/২০২২ ২৯/০৯/২০২২, ২১/০৩/২০২৩, ২৫/০১/২০২৪ এবং ০৪/০২/২০২৪ খ্রী: অনুপস্থিত থাকার কারনে কারন দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। তিনি নোটিশের কোন জবাব দেননি। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আরিফ হাসান স্কুল পরিদর্শনে গেলে ২১/০৩/২০২৩ ও ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে তাকে অনুপস্থিত পাওয়া গেলে কারন দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। ২০২৩ সালে তিনি মুভমেন্ট রেজিস্টার ব্যবহার ও হালনাগাদ করেননি। নৈমিত্তিক ছুটির রেজিষ্টারও হালনাগাদ করেননি।তিনি ১৭/০১/২০২৪ ও ১৮/০১/২০২৪ তারিখে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

এব্যাপারে ক্লাষ্টার অফিসার ২১/০১/২০২৪ তারিখে পরিদর্শনে গেলে তাকে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। একইভাবে ক্লাষ্টার অফিসার আরিফ হাসান স্কুল পরিদর্শনে গেলে ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২৪ তারিখেও অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি সরকারিভারে প্রদানকৃত ল্যাপটপ বিক্রি করে দিয়েছিলেন।পরে শিক্ষা অফিসার ব্যবস্থা নেয়ার কারনে পরবর্তীতে ল্যাপটপ ফেরত দেয়।

এসব অভিযুক্তদের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় নিলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে এবং তাদের শাস্তি নিশিচত হলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে বলে জানান এসব শিক্ষকবৃন্দ।

সাবেক এমপি খোকন ও সাবেক ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকারের নামে চাঁদাবাজি মামলা

পাঁচ লাখ টাকা চাঁদার দাবী ছিলো গাংনী থানার তৎকালিন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার, সাবেক এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনসহ অন্যান্য আসামিদের। ভিকটিম এসব আসামিদের হাতে ২ লাখ টাকা চাঁদা দিয়েও মুক্তি পাননি। ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকার দাবিকৃত ৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ভিকটিমকে শারীরিকভাবে নির্যাতনসহ ক্রস ফায়ারের হুমকি ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে চালান দেন কোর্টে।

ঘটনার পাঁচ বছর পর গাংনী পৌরসভার চৌাগাছা গ্রামের ভিকটিম মনিরুজ্জামান(৪৪) বাদী হয়ে বিজ্ঞ আমলী আদালত, গাংনীর বিচার

জাহিদুর রহমানের আদালতে ২১ জনকে আসামি করে ধারা ৩৬৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/১১৪/৫০৬(২০) পিসি একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলায় অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হক, এসআই বখতিয়ার, এসআই ইসরাফিল হক এসআই নারদ কুমার, এএসআই শরীফুল ইসলাম, এএসআই রেদওয়ানুল হক, ডিএসবির কনস্টেবল বজলুর রহমান, চৌকিদার মো: শামীম, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা আইতাল হক, আব্দুর রশিদ, গাংনী শহরের আব্দুল খালেক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌগাছা গ্রামের মজিরুল ইসলাম মিয়া, নিশিপুর গ্রামের আব্দুল কাদের, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকার রাজনুল হক, শিমুলতলা গ্রামের আকছেদ আলী, কাজিপুর গ্রামের মো:স্বপন আলী, মো: ঝন্টু, ও মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ।

বাদী মনিরুজ্জামানের মামলার এজাহােও জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪ টার সময় বাদি গাংনী উপজেলা শহরের আব্দুল মালেক ফল ভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসময় আসামি চৌকিদার মো: শামীম আমাকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ নেতা মোশাররফ হোসেনের অফিসে যায়। আমি সেখানে পৌছানো মাত্রই ১২ থেকে ২১ নং আসামিরা আমাকে চড় থাপ্পর মারতে থাকেন। এসময় তারা বলেন ৫ লাখ টাকা চেয়েছিলাম। এখনো পরিশোধ করিসনে কেনো। পরে আমার পরিবারের লোকজনকে ৯ নং আসামি ডিএসবি কনেস্টবল বজলুর রহমান আমার বাড়িতে খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন ১ লাখ টাকা নিয়ে মোশাররফ হোসেনের অফিসে আসেন। এসময় তিনি আরও টাকা দাবি করেন। তাদের দাবিকৃত টাকা দিতে না পারায় থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে গাংনী থানার এস আই আব্দুল হকের নেতৃত্বে ৬/৭ জন পুলিশ এসে আমাকে আটক করে থানায় নেন। পরে তৎকালিন ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকারের অফিস কক্ষে আমাকে চোখ বেঁধে ও পিচ মোড়া করে হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে মারপিট করতে থাকে।

এসময় ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন ৫ লাখ টাকা না দিলে আজ রাতেই তোকে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করবো। এক পর্যায়ে চোখ বেঁধে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে মাঠে নিয়ে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখায়। এক পর্যায়ে অকথ্য নির্যাতনের ফলে রাত আনুমানিক ১ টার দিকে আমার খালার কাছ থেকে ও মায়ের স্বর্ণালংকার বিক্রির দুই লাখ টাকা দিই। তারপরেও আমাকে না ছেড়ে দিয়ে বাকি দুই লাখ টাকা না পেয়ে আমাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের মিথ্যা ঘটনা সাজায়। পরে একটা সার্টারগান ও বিস্ফোরক আইনে অন্য দুটি মিথ্যা মামলা দিয়ে পরের দিন আদালতে

প্রেরণ করেন। মামলাগুলো এখন আদালতে বিচারাধীন। এসব মিথ্যা মামলার ফলে আমার শারীরিক ও মানষিক ক্ষতি হয়েছে। এতোদিন পরিস্থিতি অনুকুলে না থাকায় মামলা করার সাহষ পাইনি।

মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, বিজ্ঞ বিচারক আমাদের আরজি শুনে খুশি হয়ে গাংনী থানা পুলিশকে মামলাটি নথিভ’ক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।

সাবেক এসপি নাহিদকে প্রধান আসামি করে ২৬ জনের নামে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের জামায়াত নেতা ও ইউপি সদস্য (মেম্বর) আব্দুল জব্বারকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন পুলিশ সুপার (এসপি) একেএম নাহিদসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও আওয়ামীলীগ নেতাসহ ২৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

মেহেরপুরে চাষীদের কার্ড বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালি গাংনী গ্রামের ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির লিফ রিজনের অর্ধশত তামাক চাষীদের তামাক বিক্রয়ের কার্ড প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে বাতিল করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী চাষীরা।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে কালিগাংনী-কাথুলী সড়কে মানববন্ধন করেন তামাক চাষীরা। মানববন্ধনে নেতৃত্বদেন, কালিগাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাকচাষী মানিক হোসেন।

তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (আর এম) হাসিবুর রহমান, এরিয়া লিফ ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম, সহকারী লিফ ম্যানেজার তাসনিম হোসেন, যোগদানের পর থেকে মেহেরপুরে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে তামাক ক্রয় করে আসছিলেন। গত বছর আমাদের এলাকার প্রকৃত তৃাাক চাষীদের তামাক না নিয়ে দালালদের মাধ্যমে অন্য জেলার বড় বড় তামাক ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কেজিপ্রতি কমিশন নিয়ে নিম্নমানের তামাক ক্রয় করেন। ফলে কার্ডে তামাক বিক্রি করা ও ন্যায্যমুল্য থেকে বঞ্চিত হন চাষীরা। এমন নানা অনিয়মের প্রতিবাদ করি। এঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কালিগাংনী গ্রামের লিফ রিজনের প্রায় ৪০ জন তামাক চাষীর কার্ড অবৈধভাবে বাতিল করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আমরা এই ঘটনার বিষয়টি ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুদৃষ্টি কামনা করছি। কার্ড কেটে দেওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে নিয়মানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি। একই সাথে আমাদের কার্ড তালিকাভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, কালি গাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাক চাষী, জাকের হোসেন, ইশারত আলী, জিনারুল ইসলাম, পিকলু, জিয়া উল হক, ইয়ারুল ইসলাম, সরোত দাস, ভরোত দাস, রকবুল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, রমজান আলী, আখের আলী, মাহাবুল হক, আসাদুল হকসহ গ্রামের অর্ধশত তামাক চাষীরা মানববন্ধনে আংশ গ্রহন করেন

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

প্রবাহ-মেহেরপুর অ্যাডভান্সমেন্ট এলায়েন্সের আয়োজনে মেহেরপুর সরকার কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারী কলেজর অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ড. এস এম আতিয়ার রহমান।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক মিলন মন্ডল, সানজিদা ফেরদৌস, নাহিদ রেজাসহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন

মেহেরপুরে জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক সিরাজ উদ্দিন, রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা সহকারী শিক্ষক কাজী রুহুল আমীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামীক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আমানুল্লাহ।

এসময় জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ, ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নার্সদের পতাকা মিছিল ও মানববন্ধন

মেহেরপুর গাংনীতে শিক্ষিত নার্স চাই দাবীতে মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি নার্সগণ।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল করেন তারা।

মানববন্ধনে নেতৃত্বদেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং সুপারভাইজার মোছাম্মত আমেনা খাতুন। এসয় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র স্টাফ নার্স সাইদা মরিয়ম, রাফিজা খাতুন, শাহিনা খাতুন, সুমিয়ারা।

বক্তরা বলেন,বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মাকসুদা নুর নার্সদের নিয়ে কুটুক্তি করেন। ওই কর্মকর্তার বিচারের দাবীতে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল আয়োজন করেছি।

এ ছাড়াও মানববন্ধনে গাংনীর সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহন করেন।

মেহেরপুরে অতি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

মেহেরপুর জেলার ওপর দিয়ে টানা চারদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মাঠের উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মরিচসহ বিভিন্ন সবজি আউশ ধান বিনষ্টের পাশাপাশি অনেক নিচু এলাকার আমনধান পানিতে তলিয়ে গেছে। ভেসে গেছে পুকুর ও মাছের ঘের। ক্ষয়ক্ষতি নিরপনে মাঠে কাজ করছে কৃষি অফিস।

গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ঝড়ো হাওয়া ও ভারি বৃষ্টি। এতে আউশধান পানিতে তলিয়ে গেছে ও মাটিতে নেতিয়ে পড়েছে। একই অবস্থা মরিচ,লাউ,চিচিংগা, ঢেড়শ,মিস্টি কুমড়া,বাঁধাকপি, ফুলকপির ক্ষেতসহ বিভিন্ন সবজি ক্ষেতের। কৃষকরা বলছেন, বেশ কয়েক বছর পর অতি বৃষ্টিতে ফসলের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষকরা মোটা অংকের টাকা লোকসানে পড়বে।

জেলায় আবহাওয়া অফিস না থাকায় আগাম প্রস্ততি নিতে না পারাই বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে ক্ষয়ক্ষতি নিরপনে কৃষি অফিস কাজ করছে।

শুক্রবার বিকেল থেকে শুরু হয় বৃষ্টি আর মাঝারি ঝড়। গতকাল সোমবার(১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল পর্যন্ত একইভাবে তা অব্যাহত রয়েছে।

সরেজমিনে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে,পানির নিচে তলিয়ে গেছে নিচু এলাকার জমির ফসল। অন্যদিকে সবজি ক্ষেতে পানি জমে থাকায় গাছ মরতে শুরু করেছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে মরিচ ক্ষেত। আউস মৌসুমের ধান কাটতে যাদের বাকি ছিল তারাও পড়েছেন চরম বিপাকে। এছাড়াও লিচু এলাকার আমন ধান তলিয়ে গেছে প্রানির নিচে। পানির নিচে তলিয়ে গেছে সবজি ক্ষেত,বাঁধাকপি,ফুলকপি,লাউ,চিচিংগা ও ঢেঁড়সের মাঠ।

জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী জেলায় চলতি সময়ে ২ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে আউশ,২ হাজার ৬৬০ হেক্টর আমনধান, ৪ হাজার ৫৪৫ হেক্টর মরিচ এবং ৪ হাজার ২৩০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন সবজির আবাদ হয়েছে। যা জেলার সারা বছরের চাহিদা পুরুন করে দেশের বিভিন্ন জেলার চাহিদা পুরুন করে এবং তা বিক্রি করে সংসার খরচ চলে কৃষকদের।

এদিকে ঝড়ো হাওয়া ও ভারি বৃষ্টিতে ক্ষতির পরিমাণ করছে জেলা কৃষি বিভাগ। তথ্য বলছে, শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার হেক্টর জমির আমনধান, ১৫০০ হেক্টর আউশধান, ৪৫০ হেক্টর জমির মরিচ আবাদ এবং ৮০০ হেক্টর জমির সবজি পানিতে তলিয়ে গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

কৃষকরা জানান,দীর্ঘ কয়েক বছর অনাবৃষ্টির এই জেলায় আকস্মিক প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। মেহেরপুর জেলায় আবহাওয়া অফিস না থাকায় বৃষ্টিপাত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন সংবাদ জানতে পারিনি। দুর্যোগের আগাম সংবাদ পেলে প্রস্ততি নেয়া যেত।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মরিচ চাষি মতলেব হোসেন বলেন, দুই বিঘা ৫ কাঠা জমিতে মরিচ লাগিয়েছি দেড়মাস আগে। প্রতিটি গাছে ফুল ধরেছে। কিছু গাছে মরিচ ধরেছে। বাতাস ও ভারি বৃষ্টিতে মরিচ গাছ নেতিয়ে পড়েছে। অনেক মরিচ গাছ মরতে শুরু করেছে।

কৃষক ছাইদুল ইসলাম বলেন, দেড়বিঘা জমিতে লাউ আবাদ করেছি। চারদিনের বৃষ্টির পানিতে লাউয়ের মাচা পর্যন্ত পানি উঠেছে। এভাবে পানিতে জমি ডুবে থাকলে লাউগাছ মরে যাবে।

সদরের মদনাডাংগা গ্রামের কৃষক কোরবান আলি জানান, দুই বিঘা জমির আউশধান কেটে মাঠে বিচালি শুকানোর জন্য জমিতে ফেলে রাখা হয়েছিল। পুরো জমির ধান পানিতে ভাসছে। ধানে চারা গজিয়ে পড়েছে। দুই বিঘা জমিতে অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ মন ধান ঘরে উঠতো।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কৃষক রহমতুল্লা বলেন, মেহেরপুর জেলায় আমাদের মত হাজারও কৃষক আছে। যারা শুধুমাত্র সবজি চাষ করে। কিন্তু মেহেরপুর জেলায় তেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকায় সবজির চাষ করে লাভবান হই। অথচ হঠাৎ এই দুর্যোগের কারনে সব সবজি পানির নিচে। আমার এক বিঘা জমির আগাম জাতের বাঁধাকপির জমিতে পানি জমে থাকায় মরে যাচ্ছে।

ভাটপাড়া গ্রামের মরিচ চাষি আব্দুল আলীম বলেন, ঝড়ো হাওয়ায় মরিচের গাছ পড়ে গেছে। বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে মরিচের গাছ।
ধানচাষি রহিদুল ইসলাম বলেন,আউশধান লাগিয়েছি দেড়বিঘা। ধান পেকে গেছে। দুএকদিনের মধ্যেই ধান কাটামাড়াই করে ঘরে তুলতাম। জমিতে গিয়ে দেখি শুধুই পানি। দুএকদিনের মধ্যেই ধানে চারা গজিয়ে যাবে। এধান ঘরে তুলতে না পারলে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

এদিকে টানা বৃষ্টিতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে জনজীবন।

কখনো হালকা বৃষ্টি আবার কখনো ভারী বৃষ্টিপাতের কবলে পড়েছে মেহেরপুর জেলা। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রমজীবী এবং কর্মজীবী মানুষ ঘর থেকে বের হলেও যানবাহন না পেয়ে বিপাকে পড়ছেন। অন্যদিকে বৃষ্টির মধ্যে ছোট ছোট যানবাহন নিওয় বের হলেও যাত্রী পাচ্ছেন না এর চালকরা। এতে অলস সময় পার করছেন তারা।

এদিকে জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে মানুষ বের হলেও পাচ্ছেন না কাঙ্খিত সেবা। অব্যাহত বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট হয়ে পড়েছে ফাঁকা। ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সব কাজেই বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কার্যত অচল অবস্থা বিরাজ করছে জনজীবনে।

বঙ্গোপসাগরের গভীর স্থল নিম্নচাপ এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মেহেরপুর জেলাসহ খুলনা বিভাগের সব জেলায় বৃষ্টিপাত ও ঝড় হচ্ছে বলে জানায় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম জানান, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চলে গতকাল সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১০৮ মিলিমিটার এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার।

মেহেরপুর কৃষিসমপ্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিজয় কৃঞ হালদার বলেন, মেহেরপুর জেলা একটি কৃষি নির্ভয় জেলা। এজেলায় প্রাকৃৃতিক কোন দুর্যোগ নেই। জেলায় প্রচুর সবজি,ফল,ধান ও মরিচ হয়। গত শুক্রবার থেকে একটানা বর্ষণ ও ঝড়োহাওয়া বইছে। এতে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে উঠতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে বেশি। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরপনে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ভাবে একবার ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে। আবারও মাঠ পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরপন করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। তবে সবজির জমি থেকে দ্রত পানি নিষ্কাশন করা এবং পচনরোধক স্প্রে করতে কৃষকদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে মডেল মসজিদ সিরাতুল ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আজ সোমবার (১৬ই সেপ্টেম্বর) রাত ৭ টার সময় মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে মডেল মসজিদ সিরাতুল ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, পৌর সেক্রেটারি, মনিরুজ্জামান, জেলা মডেল মসজিদ ইমাম সাদিকুর রহমানসহ জামায়াতের নেতাকর্মীগন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার (১৬ই সেপ্টেম্ব সকাল সাড়ে ১১ টার সময় পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রনি আলম নুর, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)গাজী মূয়ীদুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীম, জেলা নাজির মোঃ আফতাব উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আমানুল্লাহ আমান।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত করেন জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান।

পরে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে ও দোয়া মাহফিল মোনাজাত করেন কোট মসজিদে ইমাম জুবায়ের হাসান।